Interview details

Interview with Mr. Khurshed

Interviewed by Dinar

দিনার – কেমন আছেন আপনি?

খুরশিদ – জ্বি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

দিনার – আজকে তো শুক্রবার তো আমরা সবাই শুক্রবারে বাসায় থাকি। তো আপনার আজকে দিনটি কেমন গেল?

খুরশিদ - হ্যাঁ আমিও বাসায় ছিলাম। বাসায়...বাসায় কিছু কাজ করসি। বাজার টাজার করসি। তো... নামাজ পড়ে আসলাম এখন। আসার পরেই আপনারা আসলেন।

দিনার - আচ্ছা। তো আমি এখন আপনাকে ১৯৪৭ সাল এবং '৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং ইন্ডিয়া, ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবো। এসব ব্যাপারে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা, ফ্যামিলি মেম্বার থেকে যা যা আপনি শুনেছেন বা যা যা আপনি শুনেছেন, গল্প গুলো, স্মৃতিগুলো, আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন।

খুরশিদ – স্মৃতি বলতে কি আসলে তো তখনো আমার জন্ম হয় নাই। আমার দাদারা এখানে এসেছিলেন। আমার ফাদার এসেছিলেন। এই... দাদার কাছ থেকে যতটুকু শোনা, যে... আমরা ইন্ডিয়ার... আমাদের ওই... হোমল্যান্ড ছিল, বিহারে। বিহারে একটা প্রভিন্স আছে, বিহারে একটা জেলা নাকি বলে 'আরা জেলা'। সেই আরা জেলায় আমার দাদাদের, অন্যদের এখানে স্থায়ী নিবাস ছিল। তো সেখান থেকে উনারা '৪৭-এর দেশ ভাগের পর, উনারা এখানে চলে আসেন। এখানে মিন্স পাকিস্তানে চলে আসে আর কি। তখন তো এটা পাকিস্তান ছিল, তো উনারা পাকিস্তান চলে

আসে এই কারণে যে উনাদের কাছে শুনসি যে... যেহেতু উনারা মুসলমান ছিলেন তো, তো যার কারণে ভারতে প্রায়ই হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গা, মারামারি, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা একটা কিছু বেঝেই থাকতো আর কি। তো... কত সনে আমি বলতে পারবো না, তো উনাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে ভারতে একটা বড় রকমের একটা রায়ট হইসিল, হিন্দু মুসলমানের। তো... এই রায়টের পরেই সম্ভবত উনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে আমরা পাকিস্তানে চলে যাবো। পাকিস্তান মিন্স, ওই সময় তো এটা পাকিস্তান বলতে কি, ওটা মুসলমানদের জন্য একটা সেপারেট রাষ্ট্র হয়েছিলো। তো তখনি উনারা ভাবলো যে যেহেতু পাকিস্তান একটা নতুন রাষ্ট্র গঠন হয়েছে এবং সেটা ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র, তাই উনারা ওই মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে এই পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন।

দিনার – আচ্ছা। তো এখন আসলে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের থেকে '৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময়ে যে রায়টের কথা আপনি বললেন, বা হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার কথা বললেন তো ওই সময়ের যদি কোন গল্প বা স্মৃতি যদি আপনি জেনে থাকেন আমাদের সাথে একটু যদি শেয়ার করতেন।

খুরশিদ – না তেমন কোন গল্প আমার জানা নেই। তবে উনাদের কাছ থেকে আমরা এটা... আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার আব্বাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যেহেতু ভারত আমাদের মাতৃভূমি বা সেটাই আমাদের রাষ্ট্র, হ্যাঁ? তো আপনারা কেন এখানে আসছিলেন? তো ওই তার উত্তরে উনারা বলছিলো যে... আমরা যেহেতু ভারতে সংখ্যালঘু, মুসলমানরা, এবং ভারতে কিছু কিছু এরিয়া আছে যেখানে মুসলমানরা খুবই নগন্য। নাই বললেই চলে। তো... যার কারণে উনারা এই সিদ্ধান্তটা নেয় যে যেহেতু মুসলমানের জন্য সেপারেট একটা রাষ্ট্র হয়েছে তাহলে আমরা কেন আবার হিন্দুস্তানে থাকবো? তাদের চিন্তাধারাটা ঠিক এভাবে ছিল আর কি। তবে আমি আরেকটা কথা মনে হয় জিজ্ঞেস করছিলাম আমার দাদাকে যে আপনি এখানে চলে আসলেন, আপনার বড় ভাই, মানে আমার দাদার একটা বড় ভাই ছিল। উনারা দুই ভাই ছিলেন আর কি। তো... উনি কিন্তু এখানে আসে নাই।

তো উনি বললো যে উনি আসে নাই। উনার ওই চব্বিশ পরগনা একটা ডিসট্রিক্ট আছে... ইয়েতে আপনার, পশ্চিমবঙ্গে। তো পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় আমার ওই দাদার বড় ভায়ের, উনার কিছু প্রপার্টি ছিল বা ওনার ওইখানে ব্যবস্থা ছিল বিধায় উনি এইখানে আসে নাই। উনি বিহার থেকে... উনি বিহার থেকে তখন চব্বিশ পরগনায় চলে আসে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আর আমার দাদা উনার ফ্যামিলিকে নিয়ে দ্যাট মিন্স আমার আব্বা, আমার চাচা, আমার ফুফুকে নিয়ে নিয়ে তখন উনি ইস্ট পাকিস্তান চলে আসে। এবং আসার পর থেকেই, কিছুদিন এইখানে এক জায়গা হল আপনার নীলক্ষেত। নিউ মার্কেটের পরেই নীলক্ষেত এক জায়গা আছে। ওই নীলক্ষেতে তখন তৎকালীন গভর্নমেন্ট তখন থাকার জন্য কিছু ব্যবস্থা করছিল। যা প্রাথমিক ভাবে যারা ভারত থেকে আসবে, রিফিউজি বলতো তখন, তো প্রাথমিক ভাবে সেখানে থাকবে। তারপরে তাদেরকে ওই হাউসিং সেটেলমেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে সেটেল করে দেওয়া হয়। আমার দাদারা ওইখানে কিছুদিন ছিলেন। থাকারপর আইয়ুব সরকারের টাইমে, আইয়ুব গভর্নমেন্টের টাইমে তখন এই যে মোহাম্মদপুর, এই মোহাম্মদপুরে এখানে এক এরিয়া আছে, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুরে একটা জয়েন্ট কোয়ার্টার, তখন এই জয়েন্ট কোয়ার্টারে আমরা বাড়ি পাই। সরকার কর্তৃক আর কি। তখন ওই আলটমেন্ট হিসাবে দেয়। কিস্তিতে। তারা কিছু টাকা জমা নেয়, ডাউন পেমেন্ট, আর বাদ বাকি টাকাগুলা কিস্তিতে তারা নেয়। তো এই... বাড়ি পাওয়ার পর তখন আমরা এই বাড়িতে উঠি। এবং আমার জন্মও হইছে এই বাড়িতে, '৬৫-এ।

দিনার – তো... আপনি বলেছেন যে আপনারা গভর্নমেন্ট আলটমেন্টের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের আমলে কিছু বাসা বাড়ি পেয়েছেন। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের ওই সময়ের আপনার দাদার ফ্যামিলি বা আপনাদের ফ্যামিলি ওই সময়ে যে স্ট্রাগল যদি করে থাকে বা ওই সময়ের বাংলাদেশের বা পশ্চিম পাকিস্তানের যে লাইফ স্টাইল বা যে স্ট্রাগলের যে সময়টা...

খুরশিদ – পূর্ব পাকিস্তান।

দিনার – পূর্ব পাকিস্তান। সে সময় যদি ওই সময়ের যে ঘটনাবলি, বা স্মৃতিগুলো, একটু যদি শেয়ার করতেন।

খুরশিদ – না ওই টাইমে তো এটা অলরেডি ইস্ট পাকিস্তান ছিলো। মুসলমানের কান্ট্রি ছিলো। এবং আমরা ভারতত্যাগী যারা এদেশে এসেছিলাম আমরাও সবাই মুসলমান। ১০০ পারসেন্টই মুসলমানই সবাই আসছে এখানে। তো হিন্দু তো আর কেউ আসে নাই। তো... ওই সময়ে ভালোই ছিল। তখন তো, তখন তো আমরা ওই সময়ে জন্ম নিলাম, ৫-৭ বছর বয়স। '৬৫-এ যেহেতু জন্ম। '৭১-এ তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। হ্যাঁ? তো ওই সময়ে মোটামুটি ভালোই ছিল। পরবর্তীতে ওই...এখানে একটা জের ছিল আমি যতটুকু জানি আর কি। এখানে আপনারা জানেন হয়তো, এখানে ১৯৫২ সালে একটা আন্দোলন হয়েছিল। যেটাকে ভাষা আন্দোলন বলে। ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। হ্যাঁ... ওই তখন থেকেই একটা রেশ ছিল। হ্যাঁ? এটার ব্যাপারে। যেহেতু এটা আমি শুনেছি যে এটা আমাদের ওই '৪৭-এর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, দেশ ভাগ হওয়ার পরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে ইস্ট পাকিস্তানে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, যিনি ফাদার অফ নেশন, পাকিস্তানের, তো উনি এখানে আপনার ওই... ইউনির্ভাসিটিতে বা ওই এলাকায়, ঢাকার ভিতরেই উনি একটা মিটিং করেছিলেন। এবং ওই মিটিংএ উনি বলেছিলেন যে, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের মাতৃভাষা। তো যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান দুইটা পার্ট ছিল। ইস্ট-পাকিস্তান, ওয়েস্ট-পাকিস্তান। এবং ইস্ট-পাকিস্তান থেকে ওয়েস্ট-পাকিস্তান প্রায় প্রায়ই ৩০০০ কিলোমিটার ডিফারেন্স। তো আর এই দেশে, এই যে ইস্ট পাকিস্তান, তো ইস্ট পাকিস্তানে এটা আদি যুগ থেকে এখানে কিন্তু বাঙালিরা বসবাস করে আসতেসে। এবং যে সময় জিন্নাহ সাহেব এখানে এসেছিলেন, উনি যখন এখানে ভাষণ দেন, যে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, তখনো কিন্তু এই দেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুসলমান ছিল। তৎকালীন। অ্যাজ ইট ইস ছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুসলমান ছিল। আর আমরা যারা

ভারতত্যাগী মুসলমান, তো আমরা...যাদেরকে বিহারি বলে আর কি। তো ভারত ত্যাগীর ভিতরে বিহারিরা ছিল, কিছু মাড়োয়ারি ছিল, দিল্লিওয়াল ছিল, হ্যাঁ... দ্যাট মিন্স, আমাদের মত যারা এখানে এসেছিল তারাও কর্মজীবী লোক। খেটে খাওয়া মানুষ। দিনে আনে দিনে খায় যারা, এই জাতের মানুষ আমাদের ভিতরে ছিল। আর কিছু লোক আসছিল যারা মিল, ফ্যাক্টরি, ইন্দাস্ট্রির মালিক। যাদেরকে দিল্লিওয়াল বলে, বোম্বাইয়া বলে। তারাও কিন্তু এই দেশে এসেছিল। তো... উনার ওই কথাটা, যে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে এই জিনিসটা কিন্তু এখানকার যারা অধিবাসী, তারা কিন্তু এটা মেনে নিতে পারে নাই, তারা এটা ঠিক ভাবে নেয় নাই। আর না নেওয়ারই কথা এখন যেটা বুঝি আর কি। কারণ, যেহেতু ওরা সাড়ে সাত কোটি ছিল এবং ওরা এখানকার আদি নিবাস, তাদের পূর্বপুরুষ, সাত পুরুষ ওরা এদেশে বসবাস করছে, আর আমরা আসলাম সেই '৪৭ সালে। এবং, '৪৭ সালে আসার পরে আমরা সবাই মিলে ১ কোটিও মনে হয় ছিলাম না। আমাদের সংখ্যা যারা বিহারি, দিল্লিওয়াল, মানে দ্যাট মিন্স ভারত ত্যাগী, ভারত ত্যাগী বলতে আমরা, হয়তো ১ কোটি ছিলাম। তাইলে আমরা ১ কোটি, ওরা হলো সাড়ে সাত কোটি এবং তারা আদি নিবাস। তাদেরই দেশ এটা। তাদেরই রাষ্ট্র এটা। হ্যাঁ? তাইলে তারা কিভাবে মেনে নেয় যে উর্দুই এখানকার রাষ্ট্র ভাষা হবে? তো আমার মনে হয় যে ওই রেশটাই ছিল। ওই জেরটাই ছিল। ওই জেরের কারণেই কিন্তু আমার মনে হয় '৭১-টাও আমাদের ফেস করতে হইসে। হ্যাঁ? তো... লাস্টে ওই... এদেশের যারা লোকজন ছিল, আর আমাদের পাকিস্তানি শাসক যারা ছিল, তাদেরও হয়তো কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে। তারা সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাই বা সিদ্ধান্ত দিতে পারে নাই। যার কারণে জিনিসটা একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে। ঘোলাটে হওয়ার কারণে এক সময়, মানে... স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নিসে। তো স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়ার পরে যে একটু আগে বললাম, যে আমরা ভারত ত্যাগী, ভারত ত্যাগী আমরা সব মিলায়ে ১ কোটি ছিলাম। বা নব্বই লক্ষ মানুষ ছিলাম। আর ওরা এখানকার স্থায়ী সাড়ে সাত কোটি। তারপরে ওই যে আপনারা জানেন হয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে নয় মাস এদেশে যুদ্ধ হয়েছে। নয় মাস। এখন যেটা মনে করি, এটাও একটা এক্সেস টাইম ছিলো। যেহেতু এখানে সব মিলায়া আপনার গিয়া ১ কোটি আর ওরা হইল

গিয়া সাড়ে সাত কোটি। ঠিক আছে? নয় ঘন্টায় স্বাধীন হওয়ার কথা। ওই হিসাবে। তারপরে স্বাধীন হইসে, স্বাধীনের সময়ে আমাদের অনেক নন বেঙ্গলি বা উর্দুভাষী, ভারত ত্যাগী, অনেক মুসলমান, ওতপ্রোত ভাবে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিসে। এটা আপনাদেরও নলেজে আছে। যারা মিডিয়ার লোক তারাও জানে। এবং আমাদের কাছে আমরা কিছু ডকুমেন্টস এটা জোগাড় কইরা রাখছি। হ্যাঁ? এটার কারণ কি জানেন? '৭১-এর পর দেশ যখন স্বাধীন হয়ে যায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, হ্যাঁ? একচেটিয়া ভাবে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়। যে আমরা নন বেঙ্গলি, হ্যাঁ? আমরা ভারত ত্যাগী, হ্যাঁ? মিন্স আমরা পাকিস্তানি আমাদেরকে পাকিস্তানি বলেই আমাদের উপর একটা দোষ চাপানো হয়। অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন, যেকোনো গণ্ডগোল বা যুদ্ধ বা যেকোনো ঝামেলায় একটা এলাকায় হলে কিছু লোক জড়িত থাকেই। কিছু লোক, এরিয়ার কিছু লোক জড়িত না থাকলে কিন্তু গণ্ডগোল হয় না। কিন্তু এটার মানে এই না, যে এরিয়ার সমস্ত লোকই জড়িত ছিল। তাইলে ওয়িভাবে আমরা যারা এদেশে ছিলাম স্বাধীনতার টাইমে, সবাই কিন্তু যুদ্ধের বিরোধী ছিল না। সবাই স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। ৯০ পারসেন্ট লোক তৎকালীন, নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে। কারণ তাদের কিছু করার নাই। তারা তো এতিমের মত হয়ে গেল। তাদের তো কোন গার্ডিয়ানও ছিল না। তারা কি করবে? তারা যেভাবে পারছে আল্লাহ'র উপরে ভরসা করে তাদের তাদেরটা ফেস করছে। এবং আরেকটা জিনিস জানেন, স্বাধীনের পরপরই, হ্যাঁ? যেমন আজকের ওই যারা বাঙালি রাজাকার ছিল, তাদের যেমন বিচার হচ্ছে, তাদের ফাঁসি হচ্ছে, যারা দোষী প্রমানিত হচ্ছে। সরকার তাদের ফাঁসি দিচ্ছে আইনে। তো স্বাধীনের পরপরই, আকচুয়াল যারা বিহারিদের ভিতরে যারা ক্রিমিনাল ছিল, যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিল, ছিল। ছিল না এমন কোন কথা না। কিছু না কিছু লোক ছিল। অবশ্যই ছিল। তারা কিন্তু স্বাধীনের পরে আর এই দেশে নাই। '৭১-এ স্বাধীন হইসে, ১৬ই ডিসেম্বর। তারা '৭২-এ এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কারণ জানে যে তারা এই দেশে সুবিধা করতে পারবে না। আর এই দেশে যারা বাঙালি, যাদের আজকে ফাঁসি হচ্ছে, আইনের মাধ্যমে, তারা তো এই দেশের সন্তান, তারা কোথায় যাবে? আমাদের ভিতরে যারা ছিল, তারা তো ভারত ত্যাগী মুসলমান। তারা ভারত

থেকে এসেছিল। হয়তো তারা ভারতে চলে গেছে। অথবা তারা পাকিস্তানে চলে গেছে। কারণ এখানে তাদের জন্য নিরাপদ না। যেহেতু তারা স্বাধীনতা বিরোধী করেছিল। কিন্তু যারা বাঙালি ওরা তো যাইতে পারে নাই, কোথায় যাবে? তাদের তো মাতৃভূমি এইটা। আজকে দেখেন তারা আইনের মাধ্যমে যারা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে সরকার তাদের আইনে দন্ড দিচ্ছে। তাহলে এভাবেই, এক পর্যায়ে দেখা গেল যে এই দেশের যারা জনগণ, সাধারন মানুষ, তাদেরও আমাদের প্রতি একটা ঘৃণার মত একটা... ঘৃণার মত এই জিনিসটা জন্মাইসিল। কারণ, যে এরা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী করসে। এরা আমাদের যুদ্ধের সময়ে আমাদের বিরোধী যুদ্ধ করসে। এই জাতের একটা মেন্টালিটি তাদের ভিতরে কাজ করত। তো পরপরই, আমরা এখানে একটা সংগঠন করসিলাম। আমাদের এই, মুহাজের নাম দিয়া। রিফিউজি। হ্যাঁ? রিফিউজি নাম দিয়া একটা সংগঠন করসিলাম। এবং ওই সংগঠন করার পরই, আমাদের বাংলাদেশের যেকোনো জাতীয় অনুষ্ঠান, জাতীয় প্রোগ্রাম, এগুলা আমরা মানে একটু বড় সড় করে আমরা এটা মানে... এই অনুষ্ঠানগুলা আমরা ওই পালন করতাম আর কি।

দিনার – তো আপনি বলেছেন যে আপনারা '৭১ সালের ঘটনাগুলো ফেস করেছেন, দেখেছেন, আপনার পূর্বপুরুষরা দেখেছেন। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, এই '৭১ সালের যে গণ্ডগোলপূর্ণ যে সময়টা, এই সময়ের কোন স্মৃতি বা কোন স্ট্রাগলের যে সময়টা, বা আপনারা কিভাবে সেটা ফেস করেছেন? সেই সময়কার স্মৃতিগুলো যদি একটু শেয়ার করতেন।

খুরশিদ – সেটা খুব ভয়াবহ। সেটা কথা বলে তো আর বর্ণনা করা যাবে না। আপনাকে বুঝাতে পারবো না। অ্যাঁ... তৎকালীন যে অবস্থা ছিল, ধরতে গেলে, যাদের হায়াত ছিল, যেহেতু হায়াত মউত রিজিক দৌলত আল্লাহ'র হাতে, তো যাদের হায়াত ছিল, তারাই বেঁচে আছে। এরকম আপনাকে বলতে হবে। এবং আরেকটা কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, সবাই কিন্তু ওই... সবাই কিন্তু হ্যারাসমেন্ট হয় নাই। সবার কিন্তু

ঘরবাড়ি যায় নাই। যারা এলাকায় ভালো লোক ছিল, যাদের সুনাম ছিল, যারা সমাজে মিশে থাকতো, সমাজের খেদমতে থাকতো, হ্যাঁ? তারা ভালোই ছিল। এখনো ভালো আছে। যারা ক্রিমিনাল ছিলো, তবে ওই...ওই, কিঞ্চিত, সামান্য কিছু লোকের জন্যই তো এলাকার ভিতরে বিপদ আসে।জাস্ট এরকমই ঘটনাটা হইসে। এবং আরেকটা কথা ওই সময়ে আমি বলি নাই, আমি ওই ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেভটের কথা বলছিলাম, ভাষা আন্দোলন '৫২ সালের, আমাদের ওই '৫২ সালের আন্দোলনে, আমাদের ভারত ত্যাগী, অনেক মুসলমান জড়িত ছিল। তাঁরা প্রথম সারি, প্রথম কাতারে থেকে আন্দোলন করেছে। এটার সো মাচ ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। '৭১-এর যুদ্ধে না, '৭১-এর যুদ্ধে তো ছিলই, '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের জন্যে আমাদের বিহারিরা, নন বেঙ্গালিরা, উর্দু স্পিকিং যারা, তারাও কিন্তু তৎকালীন আন্দোলন করেছে। সামনের কাতারে থেকে। এই জিনিসটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি। তাইলে ঠিক ওভাবেই, '৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে, আমাদের অনেক বিহারি, বিহারি মিন্স, এখন বিহারি বলা হয় যারা ভারত ত্যাগী, আমরা যারা উর্দু স্পিকিং, বিহারি বলা হয়। আমাদের বিহারিরা, তাঁরা প্রথম কাতারে থেকে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এবং, আমাদের কয়েকজন বিহারি কে উর্দু স্পিকিং, ভারত ত্যাগী বিহারিকে এদেশের উনি যে, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উনি নিজের হাতে তাদেরকে এখানে বাড়ি দিয়ে গেছেন। যে যেহেতু তোমরা বিহারি, তোমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিসো, তাইলে তোমরা তো আর ভারত যাইতে পারবা না, তোমরা পাকিস্তান যাইতে পারবা না, তাঁরা তো তোমাদের শত্রু যেহেতু তোমরা স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছ, তাইলে এক কাজ করো, তোমাদেরকে বাড়ি দিলাম তোমরা এই বাড়িতে আজীবন থাকো। এইখানেই আছে, মোহাম্মদপুর জাকির হোসেন রোডে কিছু বাড়ি টাড়ি আছে। তো অভিজ্ঞতা বলতে কি জানেন? যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে বেশিরভাগ লোক এদেশে যারা

লোকাল ছিল, লোকালরা কিছু লুটপাটও করছে। এবং কিছু ভয় ভীতি দেখায়া ঘরবাড়িও দখল করছে। তৎকালীন এটা হইসে। আবার কিছু লোক, ওই যে বললাম যে কিছু ভালো লোক ছিল। তাদের ভয় ছিল না। তাদেরকে মেরে ফেলবে, ঘর কেড়ে ফেলবে, এগুলার কোন ভয় ছিল না। তবে গণ্ডগোলের টাইমে একটু তো মানুষ আতঙ্ক থাকেই, আতঙ্কিত থাকে। তো অনেকেই আবার, টাকার অভাবে, অনাহারের কারণে, যুদ্ধের সময়ে মানুষ অনাহারী। এই কারণে অনেকে বাড়ি বিক্রিও করেছে। তৎকালীন আর কিন কম পয়সায়। আবার, সেন্ট পারসেন্ট বাড়ি দখল হয়ে গেছে। আর তৎকালীন, ওই যে বিহারিরা, জানের ভয়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে যারা পালায়ে গেসিলো, সময় মতো বাড়িতে ফিরতে পারে নাই, তাদের বাড়ি আবার সরকার, অ্যাবানডান, পরিত্যক্ত ঘোষণা করি দিসে। সরকার আবার একটা অ্যাবানডান লিস্ট করছে। অ্যাবানডান মানে পরিত্যক্ত। তাদের কোন মালিক খুঁজে পায় নাই। তো এমনও ছিল, অনেক মালিক, আমার বাড়ি ঢাকা, আমার তখন শত্রু ছিল, আমি জানের ভয়ে আমি নারায়ণগঞ্জ চলে গেছি। আমি দিনাজপুর, চিটাগং চলে গেছি, আত্মীয়র কাছে আমি পানাহ নিসি, আমি আশ্রয় নিসি তখন। আর গণ্ডগোলের টাইমে তখন আমি জানের ভয়ে আমি বাড়িতে ফিরতেও পারি নাই। ইন দা মিনটাইম গভর্নমেন্টের স্টাফরা আসছে, গভর্নমেন্টের সরকারি অফিসার আইসা দেখলো, বাড়ি খালি, তাঁরা ওই পরিত্যক্ত অবস্থায় লিস্ট কইরা দিসে। আসলে তো আমি দেশেই ছিলাম। কিন্তু ওই বাড়িতে ছিলাম না। এরকম অনেক ঘটনা হইসে। তো হওয়ার পরে এরশাদ সরকার, ১৯৮৬ সালে, '৮৬- এ, উনি একটা সারকুলার দিসিলো। যে, যে বিহারি, উর্দু স্পিকিং, যারা বাংলাদেশে আছে, এবং তাদের ঘরবাড়ি অ্যাবানডান করা হইসে, পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা যদি এদেশে থেকে থাকে, তাহলে তোমরা তার জন্যে, আপ্লিকেশন করো, দরখাস্ত করো। তো তৎকালীন, অনেক লোক দরখাস্ত করসে।

আমাদেরও একটা বাড়ি এভাবে পরিত্যক্ত আছে। আমিও তৎকালীন দরখাস্ত করসি, ওটার এখন মামলা রানিং আছে, চলতেসে। তো ইন দা মিনটাইম, অনেকে কিন্তু বাড়ি ফেরতও পাইসে। হ্যাঁ? যারা ডকুমেন্টস দেখাইতে পারসে যারা, যারা মালিক ছিলো, তো... কোর্টের মাধ্যমে অনেকে ফেরত পাইসে, অনেকের মামলা কিন্তু বিচারাধীন। এখনো রানিং আছে। মামলা চলতেসে আর কি। তো এই অবস্থায় এখন মিলে মিশে দিন যাচ্ছে। আর... এখন তো বেশিরভাগ আমরা সেন্ট পারসেন্ট লোক এখানকার পরিবেশ, আবহাওয়ার সাথে আমরা মিশে গেছি। হ্যাঁ? একটা জিনিস বললে আরও আপনি অবাক হবেন। যে আমরা উর্দু স্পিকিং, বিহারি, ভারত ত্যাগী, আমরা ভারতীয় মুসলমান। কিন্তু এখন আমাদের যারা ছোট বাচ্চা, আমাদের শিশুরা, তারা বেশিরভাগই কিন্তু বাংলায় কথা বলে। এটা অনেক বাচ্চারে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সে উর্দু বলতে জানে না। এমন একটা পর্যায়ে এখন আমরা চলে আসতেসি। হ্যাঁ? মানে তারা একটা ইয়ে... ভালো একটা ইয়ে ফিল করে। বাংলা... যেহেতু দেশটাই বাংলা। এখানে সেন্ট পারসেন্ট ষোল কোটি মানুষ বাঙালি, হ্যাঁ? তো ওইভাবে আস্তে আস্তে চেঞ্জিং চলে আসতেসে। আর এভাবে যদি থাকে, তো আশা করি যে আগামীতে, আগামীতে আমাদের ছেলে সন্তানরা কিছু সাইন করতে পারবে। কিছু ডেভেলপমেন্টের দিকে যাইতে পারবে। আর ... বিগত দিন গুলোতে, আমরা ওই ভাবে কোন গাইডলাইন পাই নাই। আমাদের ওরকম কোন ভালো অভিভাবক বা ভালো লিডার হ্যাঁ? বা আমাদেরকে যে সুপথ দেখাবে, ভালো পথের দিকে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে, এ জাতের আমরা কোন গাইডলাইন পাই নাই। আমরা সবসময় বিভ্রান্তিতে ছিলাম। হ্যাঁ? আর এখনো বিভ্রান্তিতে আছি। বিভ্রান্তি বলতে কিরকম... যেমন পাকিস্তান সরকার স্বাধীনের পরপরই, সে আমাদের এখান থেকে কিছু লোক নিছে পাকিস্তানে। তো অনেকে মনে করছিল যে যেহেতু পাকিস্তান আমাদেরকে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই চলে যাবো বা সবাইকে নিয়ে যাবে,

কিন্তু দেখা গেল, না, পাকিস্তান কিঞ্চিত কিছু লোক মানে যারা তাদের এমপ্লয়ি ছিল, যারা পাকিস্তানের কর্মচারি ছিল যেমন রেলওয়ের, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মচারিদেরকে সে নিয়ে যায়, নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ওই যিনি মারা গেলেন। আপনি জানেন। মোহতারমা বেনজির ভূট্টো। তো উনি উনার একবার ভাষণে উনি একবার ক্লিয়ারই উনি করে দেয়, যে যারা পাকিস্তানি ছিল, বাংলাদেশে, তাদেরকে আমরা পাকিস্তানে ফেরত নিয়ে নিয়েছি। এখন বাংলাদেশে যারা আছে তারা পাকিস্তানি না। তারা সবাই ভারত ত্যাগী মুসলমান বা ভারত ত্যাগী মুহাজের। দ্যাট মিন্স উনি ক্লিয়ার করে দিলো। অ্যাঁ... এটাতে অ্যাঁ... আমি মনে করি যে আমাদের উপকারই হইসে। কারণ উনার পূর্বে যে প্রধানমন্ত্রীরা ছিল পাকিস্তানের যারা শাসক ছিল, তারা টাইম টু টাইম আমাদেরকে আশ্বাস দিসে। এই পাকিস্তানে নিয়ে যাবে, এই ঘরবাড়ি দিবে, এই পুনর্বাসন করবে, এই পুনর্বাসনের কাজ চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি মানে উনি ভ্যারাইটিস টাইম উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে মোটামুটি আমাদের জীবনটাই ধ্বংস করসে। কিন্তু আমি ধন্যবাদ দেই, আমি ধন্যবাদ দিবো ওই সেন্সে যে প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভূট্টো উনি কিন্তু এটা ক্লিয়ার করে দেয়। যে আমি বাংলাদেশের বিহারিদেরকে আর পাকিস্তানে নেবো না। উনার এই ক্লিয়ার করার পরে কি হলো? আমি আমার ফিউচারের এর জন্যে আলাদা চিন্তা করার একটা সুযোগ পেলাম। আমার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে ভালো হবে, কিভাবে তারা লেখাপড়া করবে, এটা ভাবার মত একটা সুযোগ বেনজির ভূট্টো আমারে করে দিসে। কিন্তু ইতিপূর্বে সরকার যারা ছিল, তারা তো আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখসিল, এই যাচ্ছি, চলে যাবো, এই নিয়ে যাবে। হ্যাঁ? তাইলে এইভাবে আমরা ছিলাম। তো যাই হোক, তখন থেইকাই, মোটামুটি এখানে সবাই... এখানে সবাই সেটেলের মত হয়ে গেছি, মনে করেন। আর এখন আর, আর কারো চিন্তাধারাও নাই। কেউ যে পাকিস্তান যাবে, এরকম চিন্তাধারাও নাই। তবে, তবে,

কিছু দালাল আছে এখানে। কিছু ব্রোকার আছে। ওরা আমাদেরকে ভাঙ্গিয়ে, আমাদের নাম বিক্রি করে, আন্তর্জাতিক মহলে, চান্দা উঠায়, ডোনেশন আনে। আইনা আপোসে ভাগ বন্টন কইরা খায়। এইখানে আমাদের ক্যাম্পবাসি যারা, ৭০টা ক্যাম্প আছে বাংলাদেশে। এই যে আপনারা যেখানে আসছেন এটা হলো জেনেভা ক্যাম্প। এটা হলো হেড অফিস। হেড অফিস। হেড ক্যাম্প এটা। পুরা বাংলাদেশে। এরকম ৭০টা ক্যাম্প আছে, অল ওভার বাংলাদেশে। আর এই ক্যাম্পে আইসা তো আপনার একটু অভিজ্ঞতা হইছে। এই ক্যাম্প... এইটা হচ্ছে হেড অফিস। তাইলে হেড অফিস। ডিপার্টমেন্টে আইসা আমাদের যে বসবাসের যে অবস্থা, তাইলে আপনি মনে করবেন যারা আউট অফ... মানে... রাজধানী... যারা ক্যাপিট্যালের বাইরে আছে, হ্যাঁ? তাদের কি অবস্থা? তারা কিভাবে জীবনযাপন করতেসে, অমানবিক। এটা ১০০ পারসেন্ট অমানবিক হ্যাঁ? কিন্তু, ওই এই সুযোগে, আমাদেরই, মানে কি বলে এইটা... মানে আমাদেরই এই সুযোগে, কিছু লোক আর কি, আমাদেরকে ব্যবহার করে, আমাদের নাম ভাঙ্গিয়ে, আমাদেরকে আন্তর্জাতিক মহলে প্রচার করে তারা আমাদের নামে বিভিন্নভাবে ডোনেশন আইনা থাকে। কিন্তু আসলে আমাদের কোন উপকার হয় না। হ্যাঁ? এবং, একটা মহল আছে। তারাও চায় যে আমাদের এই সমস্যাটা এভাবে ঝুলন্ত থাকুক। এটা আমি মনে করি আর কি। এত দিনের ইয়ে তে। নাহলে, আজকে দেশ স্বাধীন প্রায়... '৭১ সালে স্বাধীন হইসে, ৪৪ বছর। ৪৪ বছরে পৃথিবীর এমন কোন সমস্যা নাই, এর থেইকা বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর এখানে কোন সমস্যা নাই। যেহেতু আমাদের দেশে ডোনারের অভাব নাই। বাংলাদেশে ডোনারের কোন অভাব নাই। এবং ডোনাররা এটা চায়। যে '৭১-এর পরে যে বিহারিরা ক্যাম্পিং হইসে, ক্যাম্পিং লাইফ যারা বেছে নিয়েছে তাদের... তাদের পক্ষে বা তাদের হয়ে যদি কিছু কাজ করতে পারি, তাহলে তারাও কিন্তু

আন্তর্জাতিক মহলে একটা সুনাম কুড়াবে, বিধায়, যারা বড় বড় ডোনার, হ্যাঁ? ইউনাইটেড নেশান্সের যারা বড় বড় ডোনার, বিশ্বব্যাঙ্কের, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের, এ জাতের অনেকেই আছে। তারপর ওই মিডল ইস্টের আছে। আরব কান্ট্রির কিছু লোকজন আছে। ডোনাররা আছে। তারা আমাদের নিয়ে কাজ করতে চায়। আমাদের পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশানের ব্যাপারে তারা আগ্রহী। কিন্তু তারা, ওই সঠিক লাইন পাচ্ছে না। সাপোর্টিং পাচ্ছে না। গার্ডিয়ান পাচ্ছে না। বিধায় আমাদের সমস্যাটা এভাবে ঝুলে আছে। তো... আছি এইভাবে আর কি। চলে যাচ্ছে। তবে আগের থেইকা অনেক ভালো। ইনশাল্লাহ।

দিনার – আচ্ছা। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই এখন যে, এই যে দেশভাগ। দেশভাগ শব্দটা, আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে?

খুরশিদ – দেশভাগ মিন্স কোনটা? '৪৭-এ নাকি '৭১-এ?

দিনার – '৪৭, '৭১... যেটাতে আপনি বলতে চান বাট আমরা আপনার কাছ থেকে ওপিনিওন আশা করছি।

খুরশিদ – না না '৭১ এ তো দেশভাগ হয় নাই।

দিনার – '৪৭-এর দেশভাগটা...

খুরশিদ – '৪৭-এ দেশভাগ হইছে, তাও দেশভাগ হয় নাই, ভারত ভাগ হইছে। ভারত বিভক্ত হইসে। আগে তো আমাদের কোন রাষ্ট্র ছিল না। কোন দেশ ছিল না তাহলে আমি কিভাবে বলব যে এটা ভাগ হয়েছে। মহা ভারত ছিল। মহা ভারতের ভেতরেই তিনটা রাষ্ট্র হয়েছে... দুইটা রাষ্ট্র হয়েছে। ২টা রাষ্ট্র মানে ৩টা ধরলেও চলে যদি ইষ্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান ২টা পার্ট হয়ে গেছে মাঝখানে ভারত ৩ হাজার

কিলোমিটার পথ এই ৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়া তারপর পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হয়। তাহলে এটা মহা ভারত ভাগ হয়েছিল। মহা ভারতের ভিতরে ২টা পার্ট করে এই পাকিস্তান বানানো হয়েছিল। এবং পাকিস্তান তৈরি করার উদ্দেশ্যই ছিল যে মুসলমানদের জন্য সেপারেট কান্ট্রি। মহা ভারতে একসাথে থাকলে ভারতে আমি যতটুকু শুনছি যে এখানে ৩৬টা জাত থাকে। এবং সেখানে ভেরাইটিস রকমের কিন্তু ধর্ম পালন করা হয়। তাইলে সে হিসাবে একটা জিনিস আপনি দেখবেন মুসলমান যে ধর্ম, মুসলমান পৃথিবীর যে কান্ট্রিতে থাকুক কিন্তু তাদের ধর্ম একটাই তারা আল্লাহ এবং রাসুলকে মানে। যে কোন কান্ট্রির লোক হোক। কিন্তু বিধর্মী যারা তারা তাদের মধ্যে ডিভাইড... হিন্দুদের মধ্যে ডিভাইড আছে। হিন্দুদের ভিতরেও ধর্ম পালন নিয়েও কিন্তু ডিভাইড আছে। এক জনের... এক জনের ভগবান এক রকমের, এক জনের ভগবান এক রকমের, এক জনের বড় পূজা এক রকম এক জনের বড় পূজা এক রকম এবং দেখবেন এখানে শিখ জাতি আছে ভারতে। পাগড়ি লাগায় পাগড়ি ঠিক আছে? তাদের কিন্তু হিন্দুদের ভিতরে ধরা যায়। কিন্তু তাদের আবার কিন্তু ধর্ম পালনটা আরেক রকম। কিন্তু মুসলমান যারা আছে ইরানি মুসলমান হোক আর বাংলাদেশি মুসলমান হোক আর কলকাতার মুসলমান হোক মুসলমান মিন্স মুসলমান। আল্লাহ রাসুলে না মানলে সে আর মুসলমান হইল না তাই বিধায় তারা এই জিনিসটা করছিল। যে এদেশে যে জাতিই থাকুক মুসলমানের চোখে সে এক জাতি সে বিধর্মী। সে যে ধর্মই পালন করুক। যে ভগবানকে সে মানুক, কিন্তু মুসলমানের চোখে সে বিধর্মী। এই হিসাবে তারা মুসলমানের জন্য একটা সেপারেট কান্ট্রি করছে। এটা জিন্না সাহেব করছিল আর কি। যে মুসলমানের জন্য সেপারেট কান্ট্রি হলে আর দাঙ্গা মারামারি হাঙ্গামা গণ্ডগোল বা রায়ট বা এই জাতীয় কোন কিছু থাকবে না। এটাই আরকি যেটা শুনছি আর কি যেটা আপনি বলেছেন আর এটাই মনে হয় ফ্যাক্ট আর কি।

দিনার – ১৯৪৭ সালের যে ভারত বিভক্তির কথা বলেন, তখন এই পুরো উপমহাদেশকে তো বর্ডার নামক একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়। আমরা আসলে ভারত বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বা আমরা... দেশগুলার মাঝে একটা সীমান্ত বা

বর্ডার নামক একটা জিনিস দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এই যে বর্ডার নামক ব্যাপারটা এইটা আপনার বা আপনাদের জীবনে কি ইনফ্লুয়েন্স বা কি গুরুত্ব বহন করে?

খুরশিদ – বর্ডার দিলে তো জনসাধারণের ক্ষতিই আরকি। যারা জনসাধারণ দেশের সাধারণ মানুষ তাদের তো ক্ষতি। তবে এটা সরকার, স্টেট নিজের নিরাপত্তার জন্যে দেশের নিরাপত্তার জন্য বর্ডারের ব্যবস্থা করে থাকে বা করেছে যে বর্ডার – এই পার তোমার আর ওই পার আমার। একচ্যুয়ালি এই বর্ডার দেওয়াতে তো আমার যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তো এনি টাইম যখন ইচ্ছা তখন যেতে পারছি না। ভারতে তো আমার আত্মীয় আছে। আমি যেহেতু ভারত থেকে মুসলমান ভারতে তো আমার আত্মীয় স্বজন আমার রক্ত, বংশ তো ভারতে ভরা। সেখানে আমার যেতেই হবে। ঠিক আছে?

কিন্তু এই বর্ডার দেওয়ার কারণে একজন ফরেনার হিসেবে আমার যেতে হয়। আমি যেতে পারিনাটা ঠিক না যেতে পাড়ি আমার নিয়ম অনুযায়ী... সরকারের যে নিয়ম আছে পাসপোর্ট কর, ভিসা নাও ভিসা নিয়ে তুমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভারত ভ্রমণ কর এই কিছুদিন আগে আমি ভারত ভ্রমণ করে আসছি, কিন্তু ফরেনার হয়ে বাংলাদেশি হয়ে আর এখন আইনও তাই চলতেসে আমি যে দেশের নাগরিক সে দেশের নাগরিক হয়ে আমাকে যেতে হবে সে দেশের পাসপোর্ট নিয়েই আমাকে যেতে হবে। তো এটা পূর্বের থেকে ওরা দিয়ে দিসে ওদের ইন্টারনাল কি চাহিদা ছিল ইন্টারনাল কি কূটনীতি বুদ্ধি ছিল তা তো আমরা বলতে পারবো নাহ। হ্যাচ... কিন্তু আমরা যেহেতু এডজ্যাস্ট আমরা তো সবাই একসাথে ছিলাম ভারত আমরা সবাই তো একসাথে ছিলাম, এই যে আমাদের যেমন প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এখন যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত কি নাম... আলহাজ হোসেন মোহাম্মাদ এরশাদ উনি তো আমার মতই ভারত থেকে মুসলমান। উনি তো আর বাংলাদেশের ছেলে নাহ। আমার ফাদার যেভাবে ভারত থেকে আসছে উনার ফাদারও ভারত থেকে আসছে। কিন্তু উনি তো বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হইসে। এর উপর তো আর

কোন পদ থাকে না। এখানে তো কোন এয়ে ও নাই যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে যোগ্যতা অর্জন করলে, তাহলে এখানে কাজ করার মত সুযোগ আছে। তবে আমাদের প্রতি একটা কুদৃষ্টি ছিল আমাদের খারাপ মাইন্ডে দেখা হত, খারাপ চোখে আমাদের তাকাতো এদেশের মানুষ প্রশাসনের লোকজন আর তাকানোরই কথা যেহেতু কিছু লোক পাকিস্তানের সাপোর্ট নিয়েছিল না, সে হিসেবে আমাদের একটু খারাপ চোখে দেখত যে এরা তো পাকিস্তানি পাকিস্তানের সাপোর্ট করসে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় বিরোধিতা করসে এভাবে তাদের একটা মেন্টালিটি ছিল ঐটা আসতে আসতে এখন পরিষ্কার হইসে। এটা আসতে আসতে আমরা পরিষ্কার করসি আর কি আমরা চেষ্টা করসি যে আসলে কিন্তু সবাই স্বাধীনতা বিরোধী ছিল না। এটা আমার মনে হয় আমরা ৫০ পারসেন্ট বুঝাইতে সক্ষম হয়েছি বাকিটা আল্লাহর হাতে। তারাও বুঝতেসে তাদের কর্মকান্ডে... হ্যাঁ তারাও বুঝতেসে যে না সব লোক তো আর বিরোধী ছিল না। যেমন আপনার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় অল বাঙালি স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। ছিল? যদি সবাই স্বাধীনতার পক্ষে থাকত তাহলে আজকে ফাঁসি হচ্ছে কেন? ইভেন ঐযে রাজাকার যে বাহিনীটা... রাজাকার কি? একটা বাহিনী। যেমন আনসার বাহিনী পুলিশ বাহিনী এভাবে রাজাকারও একটা বাহিনী। এই বাহিনীতে যেমন বিহারিরা ছিল, উর্দু স্পিকিংরা ছিল সেরকম বাঙালিরাও ছিল। সেন্ট পারসেন্টই তো বাঙালি ছিল কার... আরেকটা বিষয় দেখবেন আপনারা লক্ষ্য করে এই বিহারি যেখানে ছিল উর্দু স্পিকিং যারা যেখানে ছিল এরা সব ছিল টাউন লেভেলে, টাউন লেভেল বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ডিসট্রিক্টের যেমন ঢাকায়, ঢাকায় আমরা যেমন টাউনে ছিলাম ঢাকা মানিকগঞ্জে ছিল না, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বা নরসিংদী ছিল না। একসময় তো নরসিংদী ও ঢাকা জেলায় ছিল এখন সেপারেট করে দিছে। তাহলে ঐভাবে যারা খুলনায় যে বিহারি ছিল খুলনার টাউনে ছিল। ঐ খুলনা কোন গ্রামে ছিল না মফস্বল গ্রামে ছিল না। যেহেতু তারা এই দেশে না তাহলে মফস্বল গ্রামে তারা থাকবে কি করে। তারা সবাই টাউনের ভিতরে মেইন মেইন মানে ক্যাপিটালের ভিতরে ছিল। এখন সব মিলিয়ে আছি এখন আছি ভাল। তবে এখন চেষ্টা চলতেসে। কিছু দাতা সংস্থা আমাদের এই ক্যাম্পটাকে কোথাও শিফট করা যায় কিনা কারণ এই ক্যাম্পি লাইফটা আর

কতদিন? চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হইসে এই ক্যাম্পে, এইযে রুমে আপনি বসছেন এইটা মনে করেন একটা ফ্যামিলি কোয়ার্টার এখানে, এখানে থাকা খাওয়া গোসল রান্না মানে এভ্রিথিং এটাই। আল্লাহর রহমতে এই বাড়িটা আমার ছোট ভাইয়ের। এই বাড়িটা তার ডাবল রুম বলতে গেলে চলে। এই রুমের হাফ রুমেও আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু আজকে পাঁচচল্লিশ বছর যাবৎ বসবাস করতেসে। এই অবস্থায় আমরা আছি। এখন আমরা শুনলাম নাকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি খুব জোরভাবে তার পিছে লাগসে যে কিভাবে আমাদের এখানে সেটেল করা যায় বা ক্যাম্পিং লাইফ থেকে কিভাবে আমাদের পরিত্রাণ দেওয়া যায় এভাবে একটা চেষ্টা চলতেসে।

দিনার – আচ্ছা... আপনাদের পূর্ব পুরুষদের থেকে যেসব আচার-আচরণ রীতিনীতি খাবারদাবার বা পোশাকের যে স্টাইল বা সিস্টেমগুলো এগুলা এখন কতটুকু প্রচলিত আছে বা আপনারা কতটুকু এগুলো প্রাকটিস করছেন?

খুরশিদ – এটা ধরতে গেলে ওভাবেই থেকে গেছে, ওটাতে খুব বেশি পরিবর্তন আসে নাই। যেহেতু খুব একটা ডিফারেন্স নাই, আমাদের যে পোশাক-আশাক এবং এখানকার যে পোশাক খুব বেশি ডিফারেন্স নাই। এবং ধরতে গেলে আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ার কালচারটাই আমাদের ভিতরে থেকে গেছে অনেকটাই। যেমন আমাদের বিয়ে শাদির অনুষ্ঠানে বা পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান হয় বা ছোট বাচ্চার কোন অনুষ্ঠান হয় বা ফ্যামিলিগত যেকোন অনুষ্ঠানে আমাদের কিন্তু ঐ রীতিটাই থেকে গেসে। ঐ প্রচলনটা। ঐ প্রচলনটা এখনও আমাদের থেকে গেসে। আর এই মাস তাই দেখবেন মহরম মাস, এই মহরম মাসে আমাদের ইয়েতে আমাদের জনগোষ্ঠীতে মহরম মাসে একটা মিছিল হয় তাজিয়া মিছিল যাকে বলে সেটা এখনও পর্যন্ত চলতেসে আপনারা দেখবেন মহরম মাসের ৯ তারিখে ১০ তারিখে আসবেন। যে এলাকা বিহারি এলাকা বিহারিরা বাস করে অধ্যুষিত এলাকা ঐ এলাকায় গেলে দেখতে পারবেন এটা তো সেন্ট পারসেন্ট ভারতীয় কালচার এবং আমাদের বিয়ার অনুষ্ঠানে এখনও সব ভারতের কালচার আছে। এটা আমরা দূর করতে পারিনা

এবং এটা আমরা নিষেধ করলেও আমাদের ফ্যামিলির মহিলারা মানে আমাদের মা খালা চাচি দাদি নানি এরা সহজে মানতে চায় না। কিছু কিছু কালচার আছে যেমন বিয়ের সময় মাথায় সিন্দুর দেয়, মাথায় সিন্দুর দেয় এটা দেখবেন এদেশে বাংলাদেশে এদেশের যারা মকামি লোক স্থায়ী লোক তারা কিন্তু মাথায় সিন্দুর দেয় না, মুসলমান যারা কিন্তু যারা হিন্দু বাঙালি তাদের তো সিন্দুর ছাড়া হয় না কিন্তু আমাদের ভিতরে আমরা নন বেঙ্গলি যারা ভারত ত্যাগী আমরা যারা ভারতের মুসলমান আমাদের এখনও সিন্দুর দিতে হয়। এখন কিছুদিন আগে আমরা নামাজ তামাজ পড়ি, হুজুররা অনেককিছু বুঝায় -- এটা ভাল এটা মন্দ এটা করবা এটা করবা না তো আমরা এসে বাসায় বলি। মাকে বলি খালা কে বলি যে এইভাবে বিয়াতে তোমরা এই জিনিস ব্যবহার করবা না বিয়া কিন্তু সবকিছু এভাবে করবা অরা কিন্তু সবকিছু নিতে চায় না। ওরা একটাই কথা হ্যাঁ... তোর জন্ম হইসে কালকে। আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে আমাদের এই রেওয়াজ এই কালচার আমরা করে আসছি আমরা দেখসি আমাদের নানি দাদিকে এভাবে করতে। বিধায় আমরাও খুব বেশি প্রেশার দেই না ওইখানে খুব বেশি অন্যায়ও মনে হয় না কিছু কিছু ব্যাপারে আপনে ধরতে গেলে আমাদের সেন্ট পারসেন্ট কিন্তু ভারতীয় কালচার। ভারতীয় কালচারের উপরেই আমাদের বসবাস।

দিনার – এখন আমাদের যে জিনিসটা হছে যে আপনাদের যে খাবারের যে উপকরণ খাবারের যে রেসিপি যেভাবে খাবারগুলো তৈরি করা হয় ওগুলো কি আগে যে রীতিনীতিগুলো ছিল এখনও সেভাবেই চলছে?

খুরশিদ – হ্যাঁ...বললাম না, ইন্ডিয়ান নীতি এটা, আমাদের খাবার দাবারের যে স্টাইল ইন্ডিয়ান স্টাইল এটা। যেভাবে আমার দাদারা শিখে আসছে দাদিরা।

দিনার – একটু যদি আমাদের ডিটেইলসে বলতেন যে কোন খাবার কিভাবে তৈরি করা হত বা এখন কিভাবে হচ্ছে? এদেশের খাবারের সাথে কিভাবে পার্থক্য করে একটু যদি আমাদেরকে বিস্তারিত বলতেন।

খুরশিদ – বিস্তারিত বলে আমাদের ভিতরে আমাদের মধ্যে যারা উর্দু স্পিকিং তারা আবার লাইক করে একটু ভুনা কিসিম। ভুনা বুঝেন? ফ্রাইড। যেকোন জিনিস। যেকোন মাছ হয় ভাজা ছাড়া মাছ রাঁধবে না। এনি মাছ, মাছ আনার পরে মাছটাকে আগে তেলে ভাজা করতে হবে। ভাজা করার পর সেটা মাছ রাঁধুক আর সবজির ভিতরে দিয়ে রাঁধুক ভাজা ছাড়া হয় না। আর ভাজা ছাড়া রাঁধলে কেউ খাইতে চায় না। এক মাংস যেরকম, মাংসের ভিতরে, এনি মাংস আমাদের ভিতরে হল ভুনাটার চাহিদা বেশি। যত কড়া ভুনা হবে যত মানে যত হাই ফ্রাইড হবে তত পছন্দ বেশি। ঠিক আছে? তারপর মনে করেন আপনার নাস্তার থেকে চা ইত্যাদি যাই আসে সব আমাদের ঐ কালচারের ভিতরে চলতেসে। আমাদের বিয়া শাদিতে ঐ রকমই কালচার। যেমন আমাদের কমিউনিটির বিয়া হলে আমাদের বিয়াটা এখন এরেঞ্জমেন্ট হয় পোলাউ তো থাকবে সাদা পোলাউ মাস্ট থাকবে। মুরগির রোষ্ট আর গরুর মাংসের কারি। আমাদের কোন মাছ থাকবে না। আমাদের কোন অনুষ্ঠানে যত বড় অনুষ্ঠানই হোক কিন্তু মাছ পাবেন না। আমাদের এখানে বাংলাদেশে এখানের যাদের লোকাল কালচার অনুষ্ঠানে মাস্ট মাছ থাকতেই হবে। মাছ না থাকে আবার অনুষ্ঠানটা মজা হয় না। আমাদের ভিতরে মাছ এখনও থাকে না। মাছে অত ইন্ট্রেরেস্ট নাই। এভাবেই। ঐ জিনিসটা এখনও থেকে গেছে। আর এটা খুব সম্ভবত খুব সহজে দূরও হবে না। এটা সহজে যাবার নয়। যেহেতু ওদের একটা কথা পুর্ব পুরুষরা করে আসছে। ঐখানে এটা হয়ে থাকে। আছি এভাবে আর কি। চলে যাচ্ছে।

দিনার – আপনাদের যে ভাষা এটা তো হচ্ছে উর্দু স্পিকিং আপনি বললেন। এই ভাষার ব্যাপারটা যেহেতু আগের থেকে এখানে হয়ে আসছে এখন আপনি বলছেন যে আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনেকেই হয়ত এই ভাষাটা বলছে না এই ব্যাপারে আসলে আপনার কি মনে হয়? এই ব্যাপারটা কি কন্টিনিউ করবে কি করবে না?

খুরশিদ – না। কন্টিনিউ করবে তবে আমাদের যে ভাষাটা আমার যে বাচ্চাটা ছোট এই বাচ্চা সে শুধু বাংলাই বলতে পারে আমার যে মাতৃভাষা উর্দু। একচুয়াল শুনেন, ভাষার

কথা বলসেন তো আমি যেহেতু ভারত থেকে মুসলমান ইন্ডিয়ান মুসলমান। তাহলে আমার ভাষাটা কিন্তু হিন্দি হবার কথা। হিন্দি না? ইন্ডিয়ার ভাষা তো হিন্দি মাতৃভাষা হিন্দি। সেহেতু আমারও মাতৃভাষা হিন্দি হওয়ার কথা যেহেতু আই এম ইন্ডিয়ান। আমরা ইন্ডিয়ান এটা ঠিক কিন্তু ইন্ডিয়ান আমরা মুসলমান। আমরা ইন্ডিয়ান মুসলমান বিধায় আমাদের আমাদের মাতৃভাষাটা হচ্ছে উর্দু। উর্দু লেখা পড়া আমাদের বেশি। এখন আমাদের যে বাচ্চা সে বাংলায় কথা বলতেসে এবং বাংলায় কথা বলতে সে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অনেক জায়গায় বাইরের জায়গায় সে উর্দু বলতে সে লজ্জা বোধও করে। তার ক্লাসের ভিতরে ২৫ জন ছাত্র সবাই বাংলা বলে তাহলে সেও বাংলা বলতে সে অভ্যস্ত এবং সে ওটাই লাইক করে। কিন্তু এখানে দূর ভবিষ্যতে আরকি এটা আমার বাচ্চাদের উর্দু শেখানোটাও কিন্তু জরুরি আমি যেটা মনে করি। যেহেতু উর্দুটা আমাদের মাতৃভাষা হ্যাঁ... এই ভাষাটা যেকোন সময় আমাদের কাজে লাগতে পারে। যেহেতু মাতৃভাষাটা তো অর্জন করতে হবে। এখন আমাদের এখানে ঐ পরিবেশ নাই। আর ঐ আগে আমি ক্লাস ৬ পর্যন্ত আমি উর্দু লেখাপড়া করেছি। আমি যখন স্কুলে পরতাম আপনার ইয়া... '৭৩/'৭৪-এ তখন কিন্তু স্কুলে একটা সাবজেক্ট উর্দু ছিল। উর্দু একটা সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু ইদানিং আপনার উর্দু সাবজেক্টটা উঠে গেছে। এখন উর্দু সাবজেক্টটা আর নাই। যেহেতু আমাদের বাচ্চা মাতৃভাষাটা তাদের উর্দু একটু ভাষা জেনে রাখা তো আর খারাপ না আমি যেটা মনে কর। আরেকটা জিনিস আপনি দেখবেন আমি বাইরে যখন বের হইসি আমার অভিজ্ঞতা আছে যে আপনি যদি বাইরে যান আর আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলতে না পারেন, ইংলিশ বলার যদি আপনার অভ্যাস না থাকে আর যদি আপনি উর্দুতে কথা বলতে পারেন তাহলে আপনি কিন্তু ওখানে চলতে পারবেন, আপনার চলার মত আপনার কথা বুঝার মত লোক ওখানে পাওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো সেখানে বুঝার মত লোক পাওয়া যাবে কিন্তু আপনি বাংলা বললে আর বুঝবে না। এত দূর না আপনি ভারতে যান আপনি দিল্লি বম্বে চলে যান ওইখানে যদি বাংলা কথা বলেন ঐখানকার লোক সহজে বুঝবে না। হাজারে ২টা লোক পাবেন যে আপনার কথার উত্তর দিতে পারবে, কিন্তু যে কোন ইয়েতে যান আপনি যদি উর্দু বলেন হিন্দি বলেন জবাব দিবার লোক আছে।

এরকম ফরেন কান্ট্রিতে আছে আমি শুনছি মানুষের কাছে। আমি তো আর ইউরোপে যাই নাই, ইউরোপে কিন্তু এরকম আছে। ইউরোপে যদি আপনি হিন্দি আর উর্দু বলতে পারেন সেখানে আপনাকে বুঝাবার মত ভাষাটা প্রকাশ করার মত লোক আপনি পেয়ে যাবেন। ঐ হিসেবে উর্দুটা জানা খুব দরকার। ফর ফিউচার। আরেকটা কথা আরো আগে শুনেছি ছোট কালে আমি জানি না সঠিক কিনা যেমন এখন ইংরেজি, ইংরেজি হল এখন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দা ওয়ার্ল্ড, উনি আমাকে বলছিল উর্দু ইস দা সেকন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দা ওয়ার্ল্ড। আমি জানি না সঠিক কিনা আমি বিদেশে বেড়াই নাই তবে ভারতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। উর্দু আর হিন্দি বলতে পারলে সেখানে চলা যায়। আপনি ইংরেজি না জানলে কোন অসুবিধা হবে না। আপনি সৌদি আরবিয়া যান, মিডল ইষ্ট এর যেকোন রাষ্ট্রে যান আপনি উর্দু বললে সেখানে চলাচল করতে পারবেন। খাইতে পারবেন, চলতে পারবেন। তাহলে ঐ হিসেবে আমাদের বাচ্চাদের উর্দু শেখানোটা খুব দরকার। উর্দু শেখানো দরকার বাচ্চাদের আরকি এদিকে ক্ষতি হচ্ছে আরকি। দেখি আমি চেষ্টায় আছি আমাদের যে লিডার আছে নেতা আমি তাদের বলেছি স্কুলে এটা চালু করা হোক আর বিশেষ করে এটা তো বাইরে পারা যাবে না এটা যারা বিহারির কমিউনিটির ভেতরে বিহারি ক্যাম্পের ভিতরে বিহারিদের যে স্কুল আছে ঐটা তে হয়ত উর্দু একটা সাবজেক্ট চালানো যায় কিন্তু বাইরে তো গভর্নমেন্টের অর্ডার ছাড়া হবে না। আমরা চেষ্টায় আছি নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হিসাবে বাড়িতে কিছু উর্দু বই টই আইনা উর্দু শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেসি আরকি।

দিনার – আচ্ছা এখন আপনি তো ১৯৪৭ সালে পরবর্তী এবং ১৯৭১ সালের অনেক স্মৃতি ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। তো প্রশ্নটা যদি এমন হয় যে আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনার যে স্মৃতিগুলো বা গল্পগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা, আপনি কি আপনার স্মৃতিগুলো বা গল্পগুলো পৌঁছে দেবেন?

খুরশিদ – আমার মনে হয় এই স্মৃতি আর বেশি বহন করা ঠিক হবে না। এই স্মৃতি দরকার নাই, এখন উই আর বাংলাদেশি। আমি যেহেতু বাংলাদেশি, আমার ছেলে সন্তান যারা তারা তো আরো বাই বার্থ। তারা জন্মসুত্রে বাংলাদেশি। এত কিসসা কাহিনী করলে সেখানে ডিভাইড আসবে। মাইন্ড ডিভাইড হবে। বিভিন্ন রকম টেনশন চিন্তা মাথায় আসবে। মাতৃভূমির প্রতি তার মায়া কমে যাবে। আমি মনে করি না যে এগুলা এত লং টাইম টানা দরকার। এগুলা একটা সময় ছিল ঐ সময়ের ভিতরে কিসসা কাহিনী শেষ। এখন ঐ কিসসা বলেও লাভ নাই। কিসসা বলেও কোন বেনিফিট হবে না। কারণ হবে না, আমার এখন যত মায়া দেখাই আমরা এখন ভারতের যারা জনগণ ভারতবাসী যারা তাদের চোখে আমরা আর ভালো হতে পারব না। তাদের চোখে তো আমরা ঘৃণার পাত্র। এটা আমরা এখন বুঝি। যেহেতু আমাদের মাতৃভুমি এটা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয় ভালো চেয়েছিলেন বিধায় ভারতের মাটিতে আমাদের জন্ম দিয়েছিলেন। আমরা আমাদের সুখ শান্তির জন্য আমরা এদিকে ট্রান্সফার করে চলে এসেছি। ঐ হিসেবে আমি মনে করি ভারত সরকার ভারতের জনগণ আমাদের সাথে সন্তুষ্ট থাকার কথা না। আমরা তো একই পরিবার থেকে চলে আসলাম না! আমরা ভারত পরিবারের তো সন্তান ছিলাম। ঐ পরিবার থেকে যে বাইর হয়ে যায় তাকে কি কেউ ভাল চোখে দেখে? কখনোই দেখে না। তো ঐ এখানে কিছু দালাল যারা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিল, স্বাধীনতার পরেও পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছিল। তারা কিন্তু আমাদের পাকিস্তানি বলে আরো ওদের পৃথিবীতে আরো হেয় করে দিতেছে। আমাদেরকে পচায় ফেলসে এগুলা মিলে, তো আমার মনে হয় কিসসা কাহিনী আর বেশি লম্বা করার কোন দরকার নাই। এখন উই আর বাংলাদেশি। এবং আমরা বাই বার্থ বাংলাদেশি। ঠিক আছে? তো এখন বাংলাদেশের কিভাবে সেবা করা যায় এদেশের উন্নতির জন্য কি করা যেতে পারে। এদেশের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি করা যেতে পারে, আমরা এখন এগুলাই চিন্তা ভাবনা করি। অন্য চিন্তা ভাবনা করে আমাদের তো... একবার তো আমরা এই যে ভুক্তভুগি। আমরা ডাবল সাফারার। '৪৭-এ ভারত ত্যাগের পরে আমরা সাফারার হইসি '৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পরে আমরা ডাবল সাফারার। এখন যদি মাথায় কোন কুবুদ্ধি আনি তাহলে এটা থার্ড

টাইম হবে। নো নিড। এটা আল্লাহ ভালো মনে করসেন। আমি '৬৫-এ জন্ম। আমার দাদা বাবারা তারা ভারত থেকে আসছে। আমার বাবার জন্ম ভারতে। আমার দাদার জন্মও ভারতের মাটিতে। আমার জন্ম এই বাংলার মাটিতে। বর্তমান বাংলাদেশ, এঁর আগে ছিল ইস্ট পাকিস্তান। ঠিক আছে না? এখন যেহেতু এই মাটিতে আমার জন্ম, এই মাটির সেবা করা, এই মাটির খেদমত করা, এই মাটির নিরাপত্তা বিধান করাই আমার ফরজ আমি মনে করি বিধায় এত লং ইয়েতে আমি আমার বাচ্চাদের কে আর বুঝাইতেও চাই না। আমি চাই না আমার নেক্সট জেনারেশনরা এগুলা এত কিসসা কাহিনী জানুক। ওদের এতটুক বুঝাতে হবে যে বাংলাদেশ তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের জন্মভুমি, এবং যদি আখিরাতে ভালো কিছু করতে চাও তাহলে এই মাটির সেবা কর। এই মাটির খেদমত কর। এই মাটিকে শত্রু থেকে রক্ষা কর। এবং প্রয়োজনে এই মাটির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকো। এতটুক কথা শুধু বুঝাতে চাই। এর বেশি কাহিনী করলে আমার মনে হয় থার্ড টাইম এটা পুনরাবৃত্তি হবে। কোন দরকার নাই।

দিনার – আপনি বলেছেন যে ভারতে জনগন আপনাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে বা নেগেটিভলি দেখে আপনাদেরকে। যেহেতু আপনারা মাইগ্রেট করেছেন। বা এই দেশে চলে এসেছেন। এই কথার জন্য আপনার কাছে যদি কোন ঘটনা থাকে বা কোন কিছু থাকে যেটা আপনি ফেইস করে থাকেন একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন।

খুরশিদ – না তেমন কোন ঘটনা ফেইস হয় নাই তবে আমি...আমার ৪/৫ বার ভারত যাওয়া হইসে, আমি ৩ বার দিল্লি গেসিলাম। ইদানিং আমি ৩ মাস আগে এপ্রিল মাসে যখন কলকাতা যাই। কলকাতা একটা এয়ে আছে যেটাকে ফেয়ারলি হাউস বলে যেখানে ফরেনারদের টিকেট দেয়। ফরেনারদের ট্রেন টিকেট দেওয়া হয়। সেখানে এক ভদ্রলোক ছিল উনি ছিলেন রেলওয়ের যে আর পি আর বি, রেলওয়ে পুলিশ, তো আমার টিকেটের যে ফর্মটা আমার লাইনটা লম্বা ছিল উনার সাথে আমার কিছু কথা হয়। উনার সাথে এখন আমি হিন্দিতে কথা বলি মানে উর্দুতে কথা বলি মানে

ঐ ভদ্র লোক কিন্তু পুলিশ অফিসার উনি বিশ্বাসই করতে পারল না যে আমি বাংলাদেশি। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করল অনেক কথার পরে প্রায় ১৫ মিনিট পরে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করল যে ভাই আপনার বাড়ি কোথায়। সে মনে করসে হিন্দুস্তানে কোথাও হবে, বিহার অথবা দিল্লি বা পাটনা-মাটনা হবে আরকি। আমি বললাম ভাই আমার বাড়ি বাংলাদেশ। ঢাকা বাংলাদেশ। উনি আমাকে ডাইরেক্ট বলল "তুম কিউ মুঝসে মজাক করতা হ্যায়? ম্যায় কেয়া তুমহারে মজাক কে লায়েক হু? ম্যায় এক পুলিশ অফিসার হু তুম মজাক কিউ করতা হো।" তো আমি উনাকে বললাম "ম্যায় আপসে মজাক কিউ কারু? জো সাচ বাত হ্যায় বো তো আপকো বাতানা হ্যায়। আপনে মুঝসে পুছা কে মেরা মাকান কিধার হ্যায় ম্যায়নে আপকো বাতা দিয়ে মেরা মাকান ঢাকা মে হ্যায়, ম্যায় বাংলাদেশকা রেহনে ওয়ালা হু।" তো বোলা ইয়ে গলাৎ বাত হ্যায় ফির ঝুট বোল রহেহো, মানে ঐ ভদ্রলোক আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে আমি বাংলাদেশের ছেলে। উনাকে খুব কষ্ট হইসে আমার মাও সাথে ছিল আমার আম্মা সাথে ছিল। আমার মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম আজমির শরিফ। পরে আমি আমার আম্মাকে ডাক দিলাম। কারণ ইনটেলিজেন্ট এর লোক তো, পুলিশের লোক তো সহজে বিশ্বাস করে না। যে ইনি আমার মাদার আপনি উনার কাছে কথা বলুন। আমার মা যখন বলছে তখন বিশ্বাস করসে। ঐ লোকটা জাস্ট ইউনিফর্ম পরা ছিল ডিউটিতে ছিল। সে পারে নাই যে সে আমাকে ধইরা কাইন্দা দিবে। যখন তার বিশ্বাস হইসে যে আমি ইন্ডিয়ান লোক, ওকে বুঝাইসি আমি যে "৪৭-তে আমার দাদারা ঐ দেশে গেসিল পাকিস্তানে। এখন ওটা বাংলাদেশ হইসে। এখন আমার জন্ম ওইখানে আমি ওখানে থাকি। ঐ লোকটা খুব আফসোস করল। তার চোখে পানি চলে আসছে এবং ঐ লোকটা আমাকে বলল। যে তোমরা আজকে ঐখানে সাফারার না? আমারে জিজ্ঞেস করসে তোমরা জন্ম? আমি বললাম ঢাকা। বলে ঢাকা তুমি বিদেশি হিসাবে থাকো। তোমার কান্ট্রি তোমার জন্ম কান্ট্রি কিন্তু তুমি থাকো ফরেনার হিসাবে।

খুরশিদ - আমি কইলাম জি স্যার। অনেকটা তাই। এইগুলা ভারতের লগে বেইমানি করার ফল যে এটা। ওই ভদ্রলোক আমাকে বলল। যে ভারতের মাটির সাথে তোমার

ফরফাদাররা যে বেইমানি করছে এইটারই ফল তোমরা ওইখানে ভোগ করতেছ। যে তোমার কান্ট্রিতে থাইক্কা তোমরা রিফিউজি। তোমার জন্মস্থানে থাইক্কা তোমার মাথা গুঁজার ঠাই নাই, তুমি ক্যাম্পের লাইফে থাক। এটা কি...এটা হল ঐ যে...ভারতের উনি ডাইরেক্ট বলছে তোমরা ভারতের সাথে বেইমানি করছ। এই দেশে তোমার কি অভাব ছিল। উনি আরও কতগুলা মুসলমানের রেফারেন্স দিছে। উনি...যখন আমি বললাম আমরা চলে গেছিলাম মুসলমান হিসাবে, ভারতে থাকলে রায়ট হয়, দাঙ্গা হয়, কাটাকাটি হয়, জবেহ করে দেয়, মানুষ খুন করে দেয়, এই হিসাবে আমার দাদারা ওই দেশে চলে গেছে। এরে আমি বলসি, তখন আমারে বলল, তোমরা ১০ জন গেছ, আর ১০ হাজার যে রয়েছে তারা বেঁচে নাই। তারা কি প্রশাসনে নাই। ইন দি মিন টাইম আর একজন এস আই চলে আসল, সাব ইন্সপেক্টর। জিআরপি। উনি আবার মুসলমান। আমার কাছে পরিচয় করে দিল, এইতো মুসলমান। সে কি এই দেশে নেই। ও এখানে চাকরি করে না? ও পুলিশের দারোগা। ওখানকার লালবাজারে, কি বলে, লালখান বাজার বলে পুলিশের বড় অফিস। অহানে উনি চাকরি করে। আমারে উনারে আইন্না পরিচয় দিয়ে বলল এই তো মুসলমান। সেকি এই দেশে নাই। তোমরা যে ভারতের সাথে বেইমানি করলা বাবা এটার ফল তোমরা ভুগ করতেছ। নিজেও কিছুটা ব্রেইন খাটাও। আর এমিনিতেও আমাদের বিহারিদের ভিতরে একটা কথা বলত জো আপকা বাতান কো ভুলা। উসকা হাতপাও ফুলা। নিজের মাতৃভূমি যে ভুলল, ঠিক আছে, সে তার শান্তিটা বিনষ্ট করল। অশান্তিটাও কিনে নিল। এটা এমনিই বুজা যায়। ত যাই হউক, এখন ওই হিসাবে এ আমি অনেক সময় আমার দাদার সঙ্গেও ফাইট করছি, কেন আসছ, কেন আসলা। যেমন আমরা এখন উর্দু স্পিকিং। ভারতে গেলে নিজের নিজের রাষ্টের মত মনে হয়। আমি যদি নোয়াখালি, চিটাগাং যাই, আমি যত ফ্রেশ করে বাংলা বলি, হে, কিন্তু যারা জ্ঞানী লোক তারা ঠিকই ধরে নিবে যে আমি বাঙালি না। কিন্তু আমি যদি এখন কলাকাতা যাই, দিল্লি, বোম্বে যাই, পুরা ভারতে যদি সফর করি আমাকে ধরার মত লোক নেই। বিশ্বাসও করার নেই, কারণ আমি তো ইন্ডিয়ার লোক। আমার তো কালচার, ভাষা, ফেইস কাটিং, চলা, বসা, উঠা, পরা সবই তো হিন্দু। এখন দেখ বলার কিছু নাই। দাদাও বলল যে, বাবারে তখন

এমন এক পরিস্থিতি ছিল যে আমরা আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। যে তো যাই হউক এখন মোটামুটি। আমার মনে হয় যে এখন আমাদের বাংলাদেশ নিয়েই ভাবা দরকার। চিন্তা করা উচিত। এবং এটাই আমার জন্য ভাল হবে। হে...আর এমনে মায়া আছে, মায়া আছে, যে ভারতে গেলে যে মনে হয় যে নিজের বাড়িতে চলে এসেছি। শুধু কলকাতা নয়, সমস্ত বেঙ্গল, এনি এনি। ওই ট্রেন মনে করেন যে ৪০ ঘণ্টা না ৩৬ ঘণ্টা দিল্লি থাইক্কা এই হাওড়া থাইক্কা দিল্লি। ওই পুরা ট্রেনেই মনে হইছে আমি মোহাম্মাদপুরে বইসা আছি। আজমির শরিফ গেলাম, মনে হল আমি মোহাম্মাদপুরে বেড়াচ্ছি। দিল্লিতে বেড়াইতাছি মনে হইতাছে ঢাকা বেড়াইতাছি। মানে কোন রকম একটা মানুষের ইয়ে থাকে না, নতুন তো ফরেইনার, তো এই কি সেই। ফুল ফ্রি। যার কারণ আর পাশের রাষ্ট্র তো। পাশের রাষ্ট্র না। ওদের ভাষা আমাদের শিখা দরকার। আমি তো মনে করি আমাদের গভর্নমেন্ট এখানে একটি হিন্দি স্কুল খোলা দরকার। যেহেতু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তো। আর ভাষা শিখলে কিন্তু অন্যায় নেই। কোন কোরান শরিফে বলে নাই মুসলমানরা ছাড়া ভাষা শিখতে পারবে না। ভাষা যত বেশি যানা থাকে মানুষ বেশি পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারবে, শাইন করতে পারবে। জনগণের উপকার করতে পারবে। সেই হিসাবে আর কি। আর যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হে ওদের ভাষা জানা থাকলে ভাল। আমরা এনি টাইম আপডাউন করতে পারি। এই আর কি।

দিনার - আচ্ছা তো আপনি যদি আমাদেরকে আর কোন জানানোর থাকে, বলার থাকে যা আমরা হয়ত মিস করে গেছি এমন কিছু যদি থেকে থাকে...

খুরশিদ - মিস বলতে কি না যে আমাকে বড় সাব বললেন যে উনি ত দিল্লি থেকে আসছেন। এবং ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ একটা কিছু উনারা কাজ করতেছেন, ত আমি উনার মাধ্যমে আমি...যারা বর্তমান শাসন ক্ষমতায় আছে, নয়া দিল্লিতে এবং ভারতের যারা জনগণ এই জিনিসটা একটু তাদের সামনে যদি তুলে ধরেন, ফলাও করে, যে একচুয়েলি ভারত ত্যাগী মুসলমান যারা বাংলাদেশে আছে, যারা তাদের ভুলের বা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যারা করতেছে, একচুয়েলি তারা পরিস্থিতির

শিকার। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে, তারা জেনেশুনে তারা এমন কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। তৎকালীন এমন পরিস্থিতি ছিল, এমন পরিস্থিতির জন্ম হইছে। যে অনেকেই এখানে শিফট হইতে বাধ্য হইসে। এই জিনিসটা তাদের মাথায় বা তাদের ব্রেনটাকে একটু ওয়াশ করা দরকার। আর এটা আমিও মনে করি, স্বাভাবিক আমার ছেলে যদি আমার বাসা থেকে চলে যায় আমার মন খারাপ হবে। আমার মন খারাপ হবে। তাহলে ওই ভাবে তারা তৎকালীন আসছিল। ওই জিন্না সাহেব পাকিস্তান বানাইছে, ওই পাকিস্তানে আসছিল। পাকিস্তানও ঠিক না। পাকিস্তান তো একটা নাম। পাকিস্তান একটা নাম, জাস্ট একটা কান্ট্রির নাম। পাকিস্তান... আজকে তো ওই পাকিস্তান নেই। বাংলাদেশ হয়ে গেছে। মাটি তো আর বদলায় নাই। আকাশ, বাতাস তো চেঞ্জ হয় নাই। পরিবেশ, ইনভাইরনমেণ্ট তো আর চেঞ্জ হয় নাই। নামটা চেঞ্জ হয়ে গেসে। একচুয়েল লোক কিন্তু পাকিস্তানে আসে নাই। মুসলমানের দেশে আসছিল। তাদের মাথায় এটা ঢুকানো হয়েছিল। যে ভারতে থাকবা, বছর ২ বছর ৫ বছর পর রায়ট হবে। দাঙ্গা হবে। হিন্দুরা তোমাদের কোপাবে। কোটি কোটি হিন্দু আছে, আর তোমরা আছ ১ লাখ। আর ওটা মুসলমানের জন্য সেপারেট রাষ্ট্র। এই কথা বলার পর এদেরকে চিট করে এখানে আনা হয়েছিল। এবং আপনি জানেন যে সমাজে, সমাজে কিছু মূর্খ, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, থাকেই। এবং থাকবেই। তো এখানে যারা আসছিল, ১০ পারসেন্ট সেই রকম লোকই ছিল। যারা ভারতের এস্টাবিলিষ্ট লোক। যাদের সেখানে ব্যবসা ছিল, ঘরবাড়ি ছিল, সম্পদ ছিল, সম্পত্তি ছিল, ধানের জমি ছিল, মিল ফ্যাক্টরি ছিল, তারা তো এখানে ঢুকে নাই। তারা আসে নাই। কারা আসছে, খেটে খাওয়া মানুষ। যারা দিন কামায়, দিন খায় তারা আসছে। যারা এস্টাবিলিষ্ট তারা এই দেশে আসে নাই। দিন কামায়, দিন খায় এমনিই বুঝতে হবে, যে তারা কম লেখাপড়া জানে। অশিক্ষিত বললেই চলে। তো ওই জাতের লোকই এখানে আসছে। আর আসছিল একদম হাই ক্লাস, ভিআইপি ক্লাস। যেমন তেজগাঁও-এ মিল, ফ্যাক্টরি, ইন্ডাস্ট্রি বড় বড় জুট মিল, বড় বড় ফ্যাক্টরি এই জাতের কিছু মানুষ আবার ভারত থেকে আসছিল। আর আসছিল একদম নরমাল। মিডিল ধরনের মানুষ এখানে আসে নাই। কিন্তু কেন তারা এখানে আসবে। তার ২-৩ টা ফ্যাক্টরি আছে সে এখানে

আসবে কেন। তার সেখানে ৫০০ বিঘা ধানি জমি আছে, সে এখানে কেন আসবে। তার কলকাতাতে ৪টা ব্যবসা আছে, দিল্লি তে ২টা ব্যবসা আছে, সে এখানে কেন আসবে। এই জাতের লোক এখানে আসে নাই। সে পাকিস্তান তো দূরের কথা মুসলমান না, কুরানের রাষ্ট্র বললেও সে আসত না। আর তারা আসে নাই। কিন্তু যারা নরমেল লোক ছিল, তারা এখানে আসছে। অর্ধেক লোক ত আসছে যারা ইয়ে ছিল... ভূমিহীন ছিল, বাস্তুহীন ছিল, এরকম লোক কলকাতাতে ছিল, দিল্লিতে ছিল। বিহারে ছিল। এই রকম লোকই এখানে ঢুকছে। যে ঘর পাব। বাড়ি পাব। নতুন দেশ, নতুন রাষ্ট্র। সুযোগ সুবিধা পাব। চাকরি পাব। এই লোভে অনেকেই আসছে। আপনি দেখবেন ইতিহাস ঘাইটটা। এখানে মিডিল ম্যান একটাও আসে নাই। আসলে হাই ক্লাস আইছে। মিল, ফ্যাক্টরির মালিক অথবা মিলের কর্মচারী। দুই জাতের লোক এখানে আসছে। এবং তখন বুজানো হয়েছিল। আমি আরেকটা হিস্ট্রি শুনছিলাম, এক ভদ্র লোক মাওলানা ছিলেন। মাওলানা, আবুল কালাম আজাদ। উনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি। এখন ভারতে, ভারতে, জাতীয় ভাবে উনাকে সম্মান দেওয়া হয়। ভারত সরকার জাতীয় ভাবে উনাকে সম্মান দেওয়া হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ উনি যখনি শুনল যে আমাদের দেশের মুসলমানরা, হে, এরা কিন্তু, অন্য রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছে। তখন কিন্ত উনি একটা বিরাট জনসমাবেশ করছিল। খুব বিরাট জনসভা। এবং উনি বলছিল, এই ভুল কর না। নিজের মাতৃভূমি, নিজের জন্মভুমি ছেড়ে, তোমরা কোথাও যেও না। এটা তোমাদের সাফার করতে হবে। এটা তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তখন আমি শুনছিলাম যে, এই বিহারিরা, আর যারা এখানে আসার ফেভারে ছিল, তারা নাকি উনার স্টেজে জুতা নিক্ষেপ করছিল। এবং দুই একটা জুতা না, দুই, চার, পাঁচশ জুতা ফিকে মারছিল। তার এই স্টেজে জুতা দিয়ে বের হয়ে গেছিল। আমি যেটা শুনেছিলাম। পরে ওই ভদ্রলোক বলল, যে এটা আমার দেশের জন্য, উনি এটা দিসে। যেভাবেই হউক এটা জমায় রাখ। এটা একদিন দেশের জন্য কাজে লাগবে। উনি বলছিল, মাতৃভূমির সাথে, মাতৃভূমি ত্যাগ কর না, এটার প্রায়শ্চিত্ত খুব খারাপ হবে। আজ কে উনার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে। উনার একটা দাঁড়ি কমাও মিস হয় নাই। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আমাকে তো উনাকে সম্মান করে হজরত

মাওলানা বলতে হয়। নিশ্চয়ই উনি একটা ওলি ছিলেন। উনি ওলি আল্লাহ লোক ছিলেন। উনার দূরদর্শিতা ছিল। বিধায়, উনি তৎকালীন কিন্তু জনসভা করে বলছে, ভয় পায় নাই। তখন তো তাকে মেরেও ফেলতে পারত। কিন্তু উনি জনসভা করে বলছিল, যে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যেও না। আরও খারাপ হবে। আরও তোমাদের দুর্দিন আসবে। আসলেই ওটার প্রায়শ্চিত্ত আজ ৪৫ বছর। উনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বিধায় আমরা উনাকে ইজ্জত করে হজরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলে উনাকে ডাকি। আর একটা জানেন আমাদের ইয়ে ছিল, একজন কবি, খুব নাম করা। উনার মাজার মনে হয় পাকিস্তানে আছে। উনি ইন্ডিয়ান লোক। হজরত আল্লামা ইকবাল। নাম ত মনে হয় শুনছেন। আল্লামা ইকবাল উনার কবিতায় উনি অনেকবার বলছেন, যে নিজের মাতৃভূমি যে ছাড়ল, তার সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ সে বিনষ্ট করল। উনি অনেক জায়গায় বলছে। এবং উনি এটাও বলে গেছে, কোরানের ব্যাখা দিয়া, যে জনগষ্ঠী, জাতি, নিজের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না, আল্লাহ তার পরিবর্তন করেন না। এটা আল্লামা ইকবাল বলেছেন। কিন্তু আমাদের একটা পূর্ব পুরুষদের নেশা ছিল, ওই যে পাকিস্তান মুসলমানের দেশ, মুসলমানের কান্ট্রি, মুসলমানের দেশে, সেখানে গেলে, পুরা ফ্রি ভাবে থাকতে পারবে না। জীবনে হিন্দুর সাথে ঝগড়া হবে না। জীবনে হিন্দুর মুখ দেখবে না। হিন্দুর সাথে কোন দাঙ্গা বাধবে না। শান্তি মত অল লাইফ কাটাতে পারবা। এই জাতের কিছু জিনিসটা মাথার মধ্যে ঢুকাইছে। আর ভাইরাসে মনে করেন এই কাজটা করেছে। তো যাক আলহামদুল্লিয়াহ। এ... এখন আমরা আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। হম, ভাল আছি। এ এবং আমাদের জাস্ট সিম্পেথি আছে। আর ওই ভারত, বর্ডারের কথা যে বলছিলেন, বর্ডার তো আর ফ্রি আর বর্ডার আর হবে না। এই আশা করা আমাদের স্বপ্ন। যেহেতু এখন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, পুরা পৃথিবী ভরে গেছে, বর্ডার ফ্রি করা এখন আর প্রশ্নই উঠে না। তবে আমরা এখন পাসপোর্ট পাই। আমরা এখন পাসপোর্ট বানাইতে অর্ডার দিলে সরকার আমাদের পাসপোর্ট দেয়। পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়া নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আমরা আইন অনুযায়ী ভারত ভ্রমণ করি। পৃথিবীর অন্যান্য কান্ট্রি আমরা ভ্রমণ করি। আমাদের কোন বাধা নিষেধ নাই। যে তবে এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ছিল

এটা আর হবে না। যেহেতু আমরা এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। ঠিক আছে। তাহলে আমার মনে হয় নিরাপত্তা থাকাটা ভাল। ঠিক আছে। নিরাপত্তা থাকাটাই ভাল। কারণ আমাদের দেশ মুসলিম দেশ। হে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র। অনেক বিধর্মী কিন্তু এই দেশের কুনজরে আছে। হে, পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই বা অনেক দল, গোষ্ঠী, আমাদের দেশের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। বিশ্ব দরবারে আমাদের নাম যাতে ক্ষুণ্ণ হয় এই রকম কিছু ষড়যন্ত্র করে। কারণ, কারণ কি, আমরা এই দেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করি। ১৬ কোটি মানুষ, ১৫ কোটি মুসলমান। ১৬ কোটি মানুষেই আমরা ১৫ কোটি মুসলমান। তো কুদৃষ্টি থাকতেই পারে। প্লাস আমাদের দেশে কিছু ধর্মবিরোধী লোক আছে, আপনি আরেকটা কথা আরও জানছেন, যে বাংলাদেশে যত মসজিদ, এত মসজিদ বলে ওই আরব কান্ট্রিতে নাই। আরব কান্ট্রির ১০টা রাষ্ট্র মিলাইয়াও এত মসজিদ নাই। আমাদের দেশেই শুধু এত মসজিদ। তাতে বুজা গেল, যে আমাদের দেশের লোক ধর্মভীরু। এ... এবং আরেকটা জিনিস আমাদের মনে পড়ছে, বলতে চাই, ওই যে আপনি বললেন '৪৭-এর পরে, '৪৭ পরেই তো দেশ ভাগ হইছে। দেশ বিভক্ত হল। দুইটা রাষ্ট্র মানে পাকিস্তান, এই যে পাকিস্তান, এই এই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান বানাল। বম্বেকে কেন বানাল না। দিল্লি কে কেন বানাল না। একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। রাজিস্তান, রাজিস্তান অনেক বড় রাষ্ট্র। রাজিস্তান। রাজিস্তান কে তো আর পাকিস্তান বানাই নাই। তো এটভাবে ভারতে তো অনেক প্রভিন্স আছে। এইসব প্রভিন্সকে রাষ্ট্র, পাকিস্তান বানাই নাই কেন। এই দেশকে কেন পাকিস্তান বানাল। বা পশ্চিম পাকিস্তান কেন বানাল। এটা সার্ভের মাধ্যমে। যখন সার্ভে করল মুসলমান, পাকিস্তান কোন এলাকা হবে, যে এলাকার মুসলমান বেশি। ওটাকে পাকিস্তান ঘোষণা দিয়ে দাও। তাতে কি হবে, চেঞ্জিং কম হবে। তখন সার্ভে করার জন্য এই দেশে টিম আসে তখন নৌপথ ছিল বেশি। গাড়িঘোড়ার পথ কম ছিল। যখন এই দেশে সার্ভে টিম আসে, তখন ওরা দেখল, যে ধানক্ষেতের ভিতর ধান কাটতেছে। আযান দিসে গামছা বিছাইয়া নামাজ শুরু। খালি গায়। নৌকার মাঝি। সে নৌকা চালাচ্ছে। কানে আযান গেছে, নৌকার উপর একটা গামছা বিছাইয়া নামাজ শুরু। এই কতগুলো সিন তারা দেখল, সার্ভেয়াররা। তখন বুঝতে পারল,

এই এরিয়ার মধ্যে তো মুসলমান বেশি। আর এরা হল ধার্মিক মুসলমান। এই ক্ষেতের মধ্যেই মাটিতে নামাজ পরে। নৌকার মাঝেই নামাজ পরে। যেখানেই আযান শুনে সেখানেই নামাজ পরে। আযান শুনেই নামাজ পরে। গায়ে কাপড় থাক আর না থাক। আর আগে তো আমরা গরিব ছিলাম। আমাদের জামাকাপড় এর অভাব ছিল। বেশিরভাগই আমরা গামছা পড়তাম। তাই খালি গায়েই আমরা নামাজ পড়তাম। গামছা বিছাইয়া লুঙ্গি পরে নামাজ শুরু। এই জিনিসটা ওরা ভাল করে দেখল বিধায় এই এরিয়াটা তারা পাকিস্তান হিসেবে ঘোষণা দিল। আর আমাদের দেশের সাড়ে সাত কোটি মুসলমান তো, ৭ কোটি, ওই টাইমে ৬ কোটি ছিল। '৪৭-এই তো দেশে ৬ কোটি মুসলমান ছিল। হিন্দুরাও ছিল। হিন্দুরা তো সব '৪৭-এর পরে ভারতে চলে গেছে। তারপর ওই সময়ে একটা কি আসছে না... ওকে তাবেদ্দা বলে। কি বলে, আমার সম্পত্তি, উনার সম্পত্তি আমি নিলাম। ওই দেশে আমার সম্পত্তি ওরা নিসে। এবার কি বলে ওইটা... আরে এওয়াজ বদল করছে আরকি। ঐ সম্পত্তি এওয়াজ বদল করে না। আগে তো এইভাবে এওয়াজ বদল হইসে। হিন্দুদের এখানে জায়গা ছিল। ঢাকায়। ওই জায়গাটা আমি নিয়ে নিলাম। আর আমার জায়গা ছিল কলকাতা, পাটনায়। বা অমুক ডিসট্রিক্টে। এই জায়গাটা আমি তারে দিয়ে দিলাম। আগে এভাবেই জমি রেজিস্ট্রি হইসে। তো যাই হউক, এইভাবে আমাদের দেশে, এজ এ মুসলিম, অনেক ভাল আছি। আমরা খারাপ না। যেহেতু মুসলমান রাষ্ট্রই। তবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেই কিছু না কিছু, খারাপ লোক থাকে। দুর্নীতিবাজ থাকে। কিছু দেশ বিরোধী লোক থাকে। আর এটা থাকতেই পারে। কারণ আল্লার নবীরও কিছু শত্রু ছিল। তো আল্লার রসুলের যদি শত্রু থাকে, তাহলে আপনি, আমি তো তার উম্মত, তার বান্দা আমাদের শত্রু থাকতেই পারে। তবে তার মাঝখানেই গুছাইয়া, গাছাইয়া, একটু ভালভাবে, একটু ইমানদারি ভাবে ঠিক রেখে, আর ধর্মের অনুশাসনের ভেতর থেকেই, একটু চলতে হয়। আল্লার রহমত তাকে, আল্লাই পাড় করিয়ে নিয়ে যায়। তো এই হিসেবে আমরা খুব ভাল আছি। তবে আমার একটাই চাহিদা। যে, ভারত, ভারতের সরকার, ভারতের জনগণ, তাদের মাইন্ডটারে একটু ফ্রেশ করেন। কেন আমাদের দাদারা মরে গেছে, আব্বারাও মরে গেছে, এখন আমার সিরিয়াল। আমার পরে আমার বাচ্চারা

আসবে। আর এই জিনিসটা একটা লঙ টাইম থেকে যায়। মনের কালিটা সহজে মরে না। মাইন্ডের কালিটা সহজে মরে না। তো আমি এখন ভাবি যেহেতু আমি একটু লেখাপড়া করছি, আমি যে ওইদেশের লোকের চোখে আমরা ভাল নই। ভাল না জানারই কথা। আমরা যে পরিস্থিতির শিকার, বা আমরা কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আমরা বিপদে পড়ে একজাতীয় বিপদেই পড়ে তারা এখানে এসেছিল তৎকালীন। ওই যে বললাম না যারা এস্টাবিলিষ্ট ছিল তারা আসে নাই। যারা ভাসমান ছিল, ভূমিহীন ছিল, গৃহহীন ছিল, নরমেল লোক ছিল তারাই এই দেশে আসছিল। সত্য কথা এটা আমিও ভারতে গিয়ে পাইছি। আমরা ওইখানে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের খুব বেশি মিল ছিল না। তবে ভাল হইছে এটা না হওয়ার কারণে। আব্বার সাথে আমি আবার এডজাস্ট হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখতাম যে আমার দাদার দুইটা মিল ফ্যাক্টরি আছে, আব্বার লগে আরও বেশি করে ঝগড়া হত। যখন এ দেখলাম যে আমরা কাঙ্গালি ছিলাম, খুব বেশি মানে, সয় সম্পদের মালিক ছিলাম না। তো এই জাতের লোকই এখানে এসেছে। আর এখনও আমি বলি, ওই এই কারণে, শুনেন, পাকিস্তান সরকার এখানে এমব্যাসি আছে। গুলশানে। পাকিস্তান এমব্যাসি। আমাদের এই বিভিন্ন ক্যাম্পে, ৭০টা ক্যাম্পে, পাকিস্তান এমব্যাসি কিন্তু সময় অসময়ে মাঝেমধ্যে টুকটাক কাজ করে থাকে। যেমন আমাদের এখানে ওই যে, গণ, গণ এই যে কি বলে গণ টয়লেট, গণ টয়লেট, গণ গোসলখানা, একটা গোসলখানার ভিতরে ২০ জন লোক গোসল করে। একটা বাথরুম ১০ জন ব্যাবহার করে। এইরকম আছে না আমাদের সাইডে। অন্যান্য রাস্তার কিছু কাজে পাকিস্তান এমব্যাসি থাইক্কা মাঝে মধ্যে বছর দুই বছর কিছু টুকটাক কাজ রিপায়েরিং করা হয়। কিন্তু আমরা যেহেতু ইন্ডিয়ান, মুসলিম, ভারত ত্যাগী মুসলমান, আমাদের দেশে এখানে ভারতের এমব্যাসি আছে। কিন্তু উনারা অতীতে কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগ নেই নাই। আর এখনও নেয় না। আর এইগুলো মিলাইয়া আমরা ভাবি আকি, যে উনাদের দৃষ্টিটা আমাদের প্রতি তেমন মানে সুবিধার না। নাহলে উনি ইন্ডিয়ান, আমি ইন্ডিয়ান, আমাদের ব্লাড ত ইন্ডিয়ান। বডিটা বাংলাদেশি। তো ওই হিসাবে ওনার কিন্তু ইচ্ছা করলে, আমাদের ফিউচারের জন্য, আমার বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য উনার অনেক কিছু করা আছে। তো আপনারা

দয়া করে এই জিনিসটা একটু চেষ্টা করবেন, যে যে ওইখানকার সরকার, বা সরকারি দলে আছে, বিরোধী দলে আছে, রাজনৈতিক দলে যারা আছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি আছে, এবং ওইখানে বিত্তবান লোক আছে, সাধারণ লোক আছে, সবাই যাতে পূর্বে আমাদের প্রতি যে ঘৃণা, ভুলবুঝাবুঝি ছিল, বা আমাদের খারাপ চোখে দেখত। হে, এই জিনিসটা যাতে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন বুঝ আসে, তারা বুঝুক, যে আমরা যাই করছি, পূর্ব পুরুষরা যাই করছে, তারা কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করে নাই। তৎকালীন পরিস্থিতির তারা শিকার ছিল। তৎকালীন এমনই একটা মুভমেন্ট হইসে, হে, যে তারা, তারা শিকার হইতে বাধ্য হইসে। যে যাক আর কিছু বললাম না, আপনারা আসছেন, আপনাদের ধন্যবাদ। আবার যারা এটার উদ্যোগে নিসে, তাদের উদ্যোগে আশা করি আমাদের কমিনিউটিতে কিছু ভাল হবে। নিশ্চয়ই কিছু ভাল হবে আপনাদের মাধ্যমে। যে, আপনারা আরও ভাল করুন। ভবিষ্যতে আরও ভাল থাকুন। আমি আল্লার কাছে এটা দোয়া করি। হা, আমাদের এই কমিনিউটির ব্যাপারে, আমাদের এই জাতির ব্যাপারে, যেহেত ৭০টা ক্যাম্পের কথা বললাম। আমরা মোটামুটি রাজধানীতে আছি। এই যে আপনারা বসছেন না, আপনারা ক্যাপিটালে বসে আছেন। কিন্তু খুলনা যান। রংপুর, দিনাজপুর বিভিন্ন, ময়মনসিংহ, মানে একদম অমানবিক যেটারে বলে আর কি, এটার লাইফ বলতে নাই। জিন্দা লাশ। চলতা ফিরতা লাশ হেয়। উর্দু কিছু বুঝেন? চলতা, চলমান লাশ। ইসকো বলতা, চলতা ফিরতা লাশ । জিন্দা হে ইস তারা, জিন্দা হে ইস তারা, কে কহি জেন্দেগি নেহি। জিন্দাহু ইস তারা কে কহি জিন্দেগি নেহি। জালতা হুয়া দিয়া হ মাগার রশনি নেহি। জালতা হুয়া দিয়া হ মাগার রশনি নেহি। আর জিন্দাহু ইস তারা কে কহি জিন্দেগি নেহি। তাইলে আমরা জীবিত আছি, কোন জীবন নাই। আমাদের দীপ জ্বলমান। আমাদের দীপটা জ্বলমান। জ্বলতেছে, মাগার কোন আলো নেই। তো এই জিনিসটা আপনারা দয়া করে, একটু এমনাভাবে উত্থাপন করেন যাতে তাদের মনে মায়া আসে, আমাদের কমিউনিটির প্রতি। আল্লাহ তাদের মনে একটা রহমত দিক। ভাল কিছু চিন্তা করুক। তবে আমাদের এখানে যেন পুনর্বাসন, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা নিজে বলছে যে আমাদের পুনর্বাসন করে দিবে। এভাবে আর রাখবে না। জায়গা টায়গা দিয়ে করে দিবে। তো এখানে সবাই মিলে

যোগ দিক। আমি মনে করি সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করেন। উনি তো উদ্যোগ নিসে। উদ্যোগ তো একজনই নিবে। সবাই মিলে তাকে হেল্প করবে। তো প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নিজেই এখন এটা উদ্যোগ নিসে যে আমাদের পুনর্বাসন করবে। তাহলে এখন, দেশি, বিদেশি, যারা আমাদের ভাল চায়। আমাদের প্রতি যাদের মায়া মহব্বত আছে, তারা সবাই মিলে হাসিনার সাথে যোগ দিয়ে দিক। যোগ দিয়ে উনি আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিক।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved